দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি খুব কম টেকসই হয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিআইডিএস সম্মেলন

"আমাদের দৃষ্টি ১০ বছরের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০ বছরের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার দিকে। এগুলো অনুপ্রেরণামূলক লক্ষ্য। তবে আমরা যাতে সেসব লক্ষ্যের দিকে যেতে পারি, সেদিকে মনোযোগী হতে হবে

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি খুব কমই টেকসই হয় বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণা সম্মেলনের শেষ দিনে সমাপনী অধিবেশনে তিনি এ কথা বলেন। সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন তিনি। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক বিনায়ক সেন। গতকাল চারটি গবেষণাপত্র এবং ছয়টি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষে সম্মেলনের আয়োজন করে সংস্থাটি।

ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের (ইআরজি) চেয়ারম্যান ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'আমাদের দৃষ্টি ১০ বছরের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০ বছরের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার দিকে। কিন্তু এগুলো অনুপ্রেরণামূলক লক্ষ্য। তবে আমরা যাতে লক্ষ্যের দিকে যেতে পারি—এমন পথের প্রতি মনোযোগী হতে হবে।'

এই অর্থনীতিবিদ বলেন, নানা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গল্প বলছে, 'দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি খুব কমই টেকসই হয়েছে। সে জন্য আমাদের সজাগ থাকতে হবে।' তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'আমেরিকার ৬৭৫ এবং ভারতের ১৫৩-এর বিপরীতে জাপানে মাত্র ২৫ জন বিলিয়নেয়ার আছে। বাংলাদেশকেও

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ২

দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

এখন বিলিয়নেয়ারের দেশ বলা হচ্ছে; যার অর্থ আমরা উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করছি। কিন্তু এই প্রবৃদ্ধি ক্রমে অসম হয়ে উঠছে।' তিনি বলেন, 'এলডিসি-পরবর্তী যুগে যে চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের মোকাবেলা করতে হবে। সে জন্য আমাদের আগাম প্রস্তুতি নিতে হবে।'

গবেষণা দলের চেয়ারম্যান ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ঢাকা শহরে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সামষ্টিক সুবিধা রয়েছে। তবে এতে যানজটের অসুবিধা রয়েছে, যা পরিবেশকে দূষিত করে। ব্যয়বহুল নগরে নাগরিক সুবিধার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সম্মেলনে অন্য এক অধিবেশনে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম বলেন, 'আমাদের যত লক্ষ্য পূরণ হয়েছে তা হয়েছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার জন্য। প্রতি গ্রামে বিদ্যুৎ গেছে। ৯টি মেগাপ্রজেক্টের কাজ চলছে। ২০২২ সালে আরো তিনটি করার চিন্তা আছে। এসব আমাদের দেশে অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে।' তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, '২০৩০ সালে আমরা দারিদ্র্য মুক্ত হব। আমাদের মাথাপিছু আয় হবে ২০৫০ ডলার। আমরা এর জন্য পরিষ্কার পরিকল্পনা করছি।'

সিপিডির বিশেষ ফেলো মুস্তাফিজুর রহমান আঞ্চলিক বাণিজ্যের ওপর জোর দেন এবং এলডিসি থেকে স্নাতক হওয়ার পর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সম্ভাব্য দেশগুলোর সঙ্গে কার্যকর এফটিএ স্বাক্ষরের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, ভারত বছরে ৪১১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে নেয় মাত্র ১.২৫ বিলিয়ন ডলারের। চীন ২০০০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে নেয় এক বিলিয়ন ডলারের কম।

ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল দেশের শেষ মাইলে পৌঁছাতে দেশকে উন্নয়নের পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে হবে। তিনি মানবসম্পদ উন্নয়নে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

সম্মেলনে সমাপনী বক্তব্য দেন বিআইডিএস মহাপরিচালক বিনায়ক সেন। সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিকবিষয়ক উপদেষ্টা মসিউর রহমান, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব আহমদ কায়কাউস, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার, পরিকল্পনাসচিব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, এফবিসিসিআই সভাপতি জসিম উদ্দিন প্রমুখ।